দৈনিক সংবাদ

19

তারিখ ... 18 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ২ .....

প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে

॥ মলয় ভৌমিক ॥

সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে এবং মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ার কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এছাড়া সরকার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টিও খুবই গুরুত্বের সাথে চিন্তাভাবনা করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার সংবাদ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে এ তথ্য জানান।

উপমন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজেও ইতোমধ্যে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংগঠন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ কাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

উপমন্ত্রী জানান, ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এ উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আমীর-উল-মূলকের (তৎকালীন সচিব) নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ একটি রিপোর্ট ইতোমধ্যেই সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। এ রিপোর্ট এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন, গুণগত এবং পরিমাণগত মান নির্ধারণ ও এর ব্যবস্থাপনাকে আরো দক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয় পরামর্শ লাভের জন্যেও একটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটির কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বলে উপমন্ত্রী জানান। উপমন্ত্রী আরো বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজও চলছে। এর সাথে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশকে সমন্বয় করে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে উপমন্ত্রী জানান, শিক্ষা বিভাগে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা জাতির জন্যে সব থেকে বেশি লজ্জার ব্যাপার। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে এ অভিযোগ যাতে না ওঠে সে ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।